কোভিড-১৯ অতিমারিতে মানব গতিশীলতা ও মানবাধিকার: অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সুরক্ষায় নীতিমালা

কোভিড-১৯ কালে ১৪টি সুরক্ষা নীতি

1. **সমতা ও বৈষম্যহীনতা:** কোভিড-১৯'র জন্য গৃহীত কোন রাষ্ট্রীয় নীতিতে অভিবাসন ও নাগরিকত্বের অবস্থা বা বাস্তুচ্যুতি নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির সাথে সমান ও বৈষম্যহীন আচরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
2. **স্বাস্থ্য অধিকার:** রাষ্ট্রকে অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির স্বাস্থ্য অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কোন প্রকার বৈষম্যের শিকার না হয়ে যাতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ, রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সুযোগ পায়।
3. **লঙ্ক, বর্ণবাদ ও জেনোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা:** রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের কোন কাজ অথবা অন্য কারো কোন কাজের দ্বারা এসব লোকেদের বাস্তবিক অথবা অনুমিত কোন স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন কলঙ্ক আরোপ অথবা সহিংসতা উস্কে দেওয়ার ঘটনা না ঘটে, বিশেষত যখন এই জাতীয় কলঙ্ক আরোপ তাদের জাতীয়তা বা অভিবাসন স্ট্যাটাসের সাথে যুক্ত থাকে।
4. **আন্তঃরাষ্ট্রীয় চলাচলে বিধিনিষেধ:** রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা আবশ্যকে যে কোভিড-১৯'র প্রতিক্রিয়ায় গতিশীলতা সীমিত করতে আরোপিত বিধিনিষেধ যেন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে কোনো দেশ ত্যাগের ও তার নিজ দেশে পুনঃপ্রবেশের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে।
5. **রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচলে বিধিনিষেধ:** কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার ভূখণ্ডে অবস্থানরত প্রতিটি ব্যক্তির চলাচলের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
6. **প্রত্যাবাসন না করা ও ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার:** কোন রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিষয়ক ন্যায়সঙ্গত অভীষ্ট পূরণের কর্মপ্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে নন-রিফুলমেন্টের মৌলিক নীতির প্রতি, যার মধ্যে রয়েছে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন জায়গায় প্রত্যাবাসন না করা যেখানে তার নিপীড়ন, নির্বিচার জীবনহানি, নির্যাতন, অথবা অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, অথবা অবমাননাকর আচরণের মুখোমুখি হওয়ার সত্যিকারের ঝুঁকি বিদ্যমান।
7. **আটককরণ সহ অভিবাসন আইনের প্রয়োগ:** কোন রাষ্ট্র অভিবাসন আইন এমনভাবে প্রয়োগ করতে পারে না যা কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়, এবং এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ার মৌলিক মান অনুসরণ করা আবশ্যক। অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে আটক করা অগ্রহনযোগ্য হবে যদি এমন আটককরণ কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত কারণে তাকে স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য মারাত্ম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।
8. **্যাম্প, সামষ্টিক আশ্রয়স্থল ও বসতিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার:** ক্যাম্প, সামষ্টিক আশ্রয়স্থল ও বসতিতে বসবাসকারী অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রশমিত করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
9. **তথ্য অধিকার:** অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির কোভিড-১৯ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে, লক্ষণ, প্রতিরোধ, বিস্তার নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও সামাজিক ত্রাণ সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সব তথ্য এর অন্তর্ভূক্ত। ইন্টারনেট তথ্যের এক অপরিহার্য উৎস, আর অতিমারি চলাকালে এতে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করা বা অন্য উপায়ে হস্তক্ষেপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।
10. **গোপনীয়তা রক্ষা:** কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করতে হবে। কারো ব্যক্তিগত চিকিৎসা তথ্যের অবমুক্তি নিয়ন্ত্রণের অধিকার সেই ব্যক্তির কাছেই থাকার বিষয়টিও এর আওতায় পড়ে।
11. **লিঙ্গীয় বিবেচনা:** বাস্তুচ্যুত নারী, কন্যাশিশু ও লিঙ্গীয় দ্বিবিভাজিত ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষের অধিকারের সুরক্ষা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে, এবং কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতি বিশেষ হুমকিগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক চিহ্নিত করা ও সেসবের অবসান ঘটানো উচিত।
12. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠী:** অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কিছু গ্রুপ থাকতে পারে যাদের প্রতি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষত স্বাস্থ্য অধিকার, তথ্যপ্রাপ্তি ও বৈষম্যহীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে। বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ও শিশু এই দলভুক্ত।

13. **শ্রমিকের শ্রম অধিকার:** জরুরি পেশা ও শিল্পে কর্মরত অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির শ্রম অধিকার রাষ্ট্রকে অবশ্যই মানতে হবে এবং বিশেষত তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে তাদের চাকরি ও আয় হারিয়েছে তাকে রাষ্ট্র কর্তৃক সহায়তা প্রদান করতে হবে, সেদেশের নাগরিক যে মাত্রায় সুরক্ষা পায়, সেই একই মাত্রায় তাদেরও সুরক্ষা দিতে হবে।

14. **অধিকার ও তার সীমাবদ্ধতা:** অধিকারের যে কোন সংকোচন আইনসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং তা যুক্তিসঙ্গত, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতি হতে হবে। অধিকার স্থগিত করা যাবে না যদিনা দেশে জনজীবনকে হুমকির মুখে ফেলে এমন কোনো ঘোষিত জরুরি অবস্থা তৈরি হয় এবং সেই পরিস্থিতিতে এটা অতি-আবশ্যক হয়ে উঠে। এই জাতীয় কোন স্থগিতাদেশ রাষ্ট্রের অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

কোভিড-১৯ অতিমারিতে মানব গতিশীলতা ও মানবাধিকার: অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সুরক্ষায় নীতিমালা

ভূমিকা:

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে বহু রাষ্ট্র অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রূঢ় ও অভূতপূর্ব ব্যবস্থা নিয়েছে। সীমান্ত বন্ধ, কোয়ারেন্টিন, বহিষ্কারকরণ ও অভিবাসী শ্রমিক কমিউনিটি ও শরণার্থী শিবির লকডাউন প্রভৃতি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে থাকা লোকেদের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সুরক্ষিত রাখার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি থেকেও অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ভাইরাসটির বিস্তার নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তাররোধে এবং অতিমারির ফলে যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা কমিয়ে আনতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এসব আদর্শ - বৈষম্যহীনতা, স্বাস্থ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার, যথাযথ প্রক্রিয়া, এবং গুরুতর ক্ষতির ঝুঁকি আছে এমন জায়গায় কাউকে প্রত্যাবাসন না করা প্রভৃতি - সকল ব্যক্তির জন্য তাদের অভিবাসন স্ট্যাটাসনির্বিশেষে প্রযোজ্য। নিম্নলিখিত নীতিমালা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দলিল, প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ চুক্তি কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমাদৃত নির্দেশিকা থেকে উৎসারিত। এসব নীতি আঞ্চলিক স্তরে মানবাধিকার সংস্থাগুলির নানা সিদ্ধান্ত ও আঞ্চলিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির দ্বারাও অনুপ্রাণীত। এসব নীতি হাজির করার উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্র যাতে ওয়াকিবহাল থেকে পদক্ষেপ নিতে পারে ও সেই পদক্ষেপে দিকনির্দেশনা পেতে পারে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা যায়, আর সেই সাথে অ্যাডভোকেসি ও শিক্ষার একটি ভিত্তি প্রদান করা যায়। বর্তমান সঙ্কট দৃঢ় ও কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করে। তবে অশান্ত সময় এমন কোন দাবির ন্যায্যতা দেয় না যে কিছু কিছু অধিকার রদ করে অথবা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে, কেননা এগুলো ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় অসুবিধাজনক হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এমন সময়েই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে - মানবতার যে মূল নীতিগুলি সংরক্ষণের জন্য আমরা সংগ্রামরত সেগুলোই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১. সমতা ও বৈষম্যহীনতা

কোভিড-১৯'র জন্য গৃহীত কোন রাষ্ট্রীয় নীতিতে অভিবাসওন ও নাগরিকত্বের অবস্থা বা বাস্তুচ্যুতি নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির সাথে সমান ও বৈষম্যহীন আচরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। কোভিড -১৯-এর বিপদ কোন সীমারেখা মানে না - ভূগোল, শ্রেণি, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ, যৌন-ঝোঁক, মর্যাদা কিংবা পরিস্থিতির কোন বেড়া একে আটকে দিতে পারে না। এর মানে হলো এখন ঝুঁকিগ্রস্থ হোক বা না হোক সবার জন্য চিকিৎসা সহায়তা, পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, আর পাশাপাশি অতিমারিজনিত অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবের জন্য গৃহীত রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর সুবিধা যাতে সবাই পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অভিবাসী, শরণার্থী, বা অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের আদি দেশ বা অভিবাসন স্ট্যাটাসের অজুহাত দেখিয়ে তাদের স্বাস্থ্যগত চাহিদা অগ্রাহ্য করা হলে সেটা কোভিড-১৯ আরো ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ানোর পাশাপাশি বৈষম্য তৈরি করব, কেননা এটি অযৌক্তিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, বিধিসম্মত অভীষ্টহীন ও পুরো সমাজের কল্যাণের প্রশ্নকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। বৈষম্যহীনতার নীতি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষসহ

যারা তাদের চিরাচরিত সহায়তাপ্রাপ্তির উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তেমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং খাদ্য ও আবাসনের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জীবন-রক্ষাকারী সেবা প্রদানে সক্রিয় পদক্ষেপ অনুমোদন করে। সক্রিয় পদক্ষেপগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গী নিলে সেসব ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাদের মাঝে সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পায় যারা অন্যথায় সম্পদের ঘাটতি, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধীতা বা অন্যান্য পরিস্থিতির কারণে কাজ বন্ধ করতে, নিজে নিজে বিচ্ছিন্ন থাকতে, অথবা স্বাধীনভাবে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারতো না, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে অবধারিতভাবে পুরো সমাজ উপকৃত হয়।

(সূত্র: নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) ধারা ২(১), ২৬; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিইএসসিআর) ধারা ২(২); সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (সিইআরডি) ধারা ১(১); জাতিসংঘ সনদ, মুখবন্ধ, ধারা ১(৩), ৫৫; মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (ইউডিএইচআর), ধারা ২(১); শরণার্থী মর্যাদা নিরূপন বিষয়ক নভেনশন (শরণার্থী কনভেনশন), ধারা ৩; অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত নির্দেশক নীতিমালা, নীতি ১(১)।)

২. স্বাস্থ্য অধিকার

প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির স্বাস্থ্য অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কোন প্রকার বৈষম্যের শিকার না হয়ে যাতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ, রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সুযোগ পায়। স্বাস্থ্য অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। যখন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ না পেলে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এমন ঝুঁকির মুখে পড়ে যার ফলে জীবনহানি ঘটতে পারে, সেক্ষেত্রে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলোতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। খাদ্য, জল ও স্যানিটেশন, নিরাপদ আশ্রয় ও শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ প্রদান স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমান কোভিড-১৯ অতিমারিকালে অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিসহ সব মানুষের কাছে এসব রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে, পাশাপাশি কার্যকর জাতীয়তার অভাব থাকার কারণে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদেরকে তাদের স্বাস্থ্য অধিকার ভোগ করা থেকে বিরত রাখা যাবে না। কার্যকর ও সম্মানজনক স্বাস্থ্যসেবার অধিকার সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যদি ক্ষতিগ্রস্থ লোকেদের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ২৫; আইসিইএসসিআর ধারা ১২; সিইআরডি ৫(ই)(iv); অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি, স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের অধিকার বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য নং ১৪; জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেন্দ্র (সিসিপিআর), নেল তুসাঁ (Toussaint) বনাম কানাডা (২০১৮), অনুচ্ছেদ ১১)

৩. কলঙ্ক, বর্ণবাদ ও জেনোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা:

রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের কোন কাজ অথবা অন্য কারো কোন কাজের দ্বারা এসব লোকেদের বাস্তবিক অথবা অনুমিত কোন স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন কলঙ্ক আরোপ অথবা সহিংসতা উস্কে দেওয়ার ঘটনা না ঘটে, বিশেষত যখন এই জাতীয় কলঙ্ক আরোপ তাদের বর্ণ, আদি দেশ বা অভিবাসন স্ট্যাটাসের সাথে যুক্ত থাকে। রাষ্ট্র কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের বাস্তবিক অথবা অনুমিত স্বাস্থ্যগত স্ট্যাটাস সহ কোন স্ট্যাটাসের উপর ভিত্তি করে নিশানা বানানো অথবা বৈষম্যমূলক আচরণ করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়মাবলী অনুযায়ী নিষিদ্ধ। বিশেষত এশীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বা তারা কোভিড-১৯ সংক্রমণের উৎস এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে হেয় করার এবং বর্ণবাদী বা জেনোফোবিক হামলার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। স্বাস্থ্যসেবা নিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কলঙ্ক গুরুতর বাধা হিসাবে কাজ করতে পারে - যা সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও জনসাধারণ উভয়কেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। সুতরাং, রাষ্ট্রকে এমন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে যা কোন জনগোষ্ঠীকে কলঙ্কিত করতে উসকানী দেয়, এবং রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা উচিত যে কোভিড-১৯০এর প্রেক্ষিতে নেওয়া জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলো যেন অন্তর্ভূক্তিমূলক হয় এবং অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। তাছাড়া, পরিষেবা প্রদানকারী, বেসরকারী খাতের নিয়োগদাতা, গণমাধ্যম ও কমিউনিটির সদস্যের মতো তৃতীয় পক্ষের কোন অংশ কর্তৃক কলঙ্ক ও বৈষম্য তৈরি মোকাবেলায় রাষ্ট্রের সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এমন পদক্ষেপের মধ্যে জনশিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা দিয়ে জোরালোভাবে এই সত্যটি তুলে ধরা যায় যে ভাইরাস কোন জাতীয়তার সমার্থক নয়। রোগ সম্পর্কে ও কীভাবে এটি সংক্রমিত হতে পারে সে বিষয়ে সঠিক ও সময়োচিত তথ্যের সহজলভ্যতা স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও কলঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই উভয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ২(১); আইসিসিপিআর ধারা ২(১); আইসিইএসসিআর ধারা ২(২); আইসিইআরডি ধারা ১.১, ২, ৪; শরণার্থী কনভেনশন ধারা ৩; সিইআরডি কমিটি সাধারণ সুপারিশ নং ৩০ (২০০৫)।)

৪. আন্তঃরাষ্ট্রীয় চলাচলে বিধিনিষেধ

রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা আবশ্যকে যে কোভিড-১৯-এর প্রতিক্রিয়ায় গতিশীলতা সীমিত করতে আরোপিত বিধিনিষেধ যেন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে কোনো দেশ ত্যাগের ও তার নিজ দেশে পুনঃপ্রবেশের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কোনো দেশ ত্যাগের ও তার নিজ দেশে (যে দেশে তার নিয়মিত আবাস বা হ্যাবিচুয়াল রেসিডেন্স সেটিতে সহ) পুনঃপ্রবেশের অধিকার কেবল ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে এসব অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ আইনের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং তা জনস্বাস্থ্য ও অন্যের অধিকার রক্ষার বিধিসম্মত অভীষ্টের জন্য প্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে, সীমান্ত বন্ধ করার চেয়ে বেশি কার্যকর রোগ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকন্তু, সীমান্ত বন্ধ হলে তা ভ্রাম্যমান মানুষদের বিপন্ন করতে পারে এবং চিকিৎসা সরবরাহ আনা-নেওয়ায় বাধাগ্রস্থ হতে পারে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সীমান্ত বন্ধ করা হলে, সেখানে অনিবার্য মানবিক প্রয়োজন ও সহানুভূতির জায়গা থেকে কিছু ব্যতিক্রম থাকা উচিত এবং সীমান্ত বন্ধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রটির আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার (কারো আশ্রয়প্রার্থনা ও আশ্রয়প্রাপ্তির অধিকার ভোগ করা সহ) প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা নিশ্চিত করা উচিত।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ১৩(২), ২৯(২); আইসিসিপিআর ধারা ১২(২)-(৪); জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি, সিসিপিআর সাধারণ মন্তব্য নং ২৭; ডব্লিউএইচও, ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস (২য় সংস্করণ) ধারা ২৩, ৩২।)

৫. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচলে বিধিনিষেধ

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার ভূখণ্ডে অবস্থানরত প্রতিটি ব্যক্তির চলাচলের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিসহ সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবাধে চলাচল করতে পারার নিশ্চয়তা রয়েছে। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে, বিভিন্ন রাষ্ট্র অবাধ চলাচলের উপর ব্যাপক বিস্তৃত সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য দৃশ্যত প্রয়োজনীয়, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব, বাড়িতে নিজে নিজে অন্তরণ বা সান্ধ্য আইন দরকার হয় এমন নীতি গ্রহণে আন্তর্জাতিক আইনে নিষেধ নাই। চলাচলের স্বাধীনতা সীমিত করে কোয়ারেন্টিন ও নির্ধারিত স্থানে বাসিন্দাদের থাকার আবশ্যকতাও অনুমোদনযোগ্য হতে পারে, যদি তা নির্বিচার আটকের পর্যায়ে না পড়ে। এলাকা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলে প্রস্থান বা প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও যুক্তিসঙ্গততা ও সামঞ্জস্যপূর্ণতার শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে, চলাচলের উপর বিধিনিষেধ প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ অবশ্যই বৈষম্যহীন কায়দায় করতে হবে। চলাচলের স্বাধীনতার উপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলো অন্যান্য মানবাধিকারের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। বিশেষত, আরোপিত বিধিনিষেধগুলো জীবনের অধিকারের (খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্য, ও মানবিক সহায়তাপ্রাপ্তির অধিকার সহ) পাশাপাশি বাকস্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংঘবদ্ধতা এবং নির্বিচারে আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা আবশ্যক। আরোপিত বিধিনিষেধগুলো সমাজের মৌলিক দলগত একক হিসাবে পরিবারের সুরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাও আবশ্যক; স্ব-অন্তরণ, নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকা, অথবা পরিবারের সংক্রামিত সদস্যের চিকৎসার উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্যথায় পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ১৩(১), ১৬, ২৯(২); আইসিসিপিআর ধারা ১২(১), (৩), ২৩; জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সিসিপিআর সাধারণ মন্তব্য নং ২৭।)

৬. প্রত্যাবাসন না করা ও ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার

কোন রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিষয়ক ন্যায়সঙ্গত অভীষ্ট পূরণের কর্মপ্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে নন-রিফুলমেন্টের মৌলিক নীতির প্রতি, যার মধ্যে রয়েছে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন জায়গায় প্রত্যাবাসন না করা যেখানে তার নিপীড়ন, নির্বিচার জীবনহানি, নির্যাতন, অথবা অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, অথবা অবমাননাকর আচরণের মুখোমুখি হওয়ার সত্যিকারের ঝুঁকি বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক নীতি হলো নন-রিফুলমেন্টের আদর্শ; কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সাড়া দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের দ্বারা এই আদর্শটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিজড়িত। প্রথমত, এটি নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে অভিবাসী, শরণার্থী, বা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে এমন কোন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ করতে পারে যেখানে স্বাস্থ্যসেবার অনুপস্থিতি অথবা অপ্রতুলতা জীবনের জন্য

হুমকি অথবা স্বাস্থ্যের গুরুতর, দ্রুত ও অপরিবর্তনীয় অবনতি ঘটার ঝুঁকি তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ আশ্রয় খোঁজা ও আশ্রয় পাওয়ার অধিকারকে খর্ব করতে পারে। শরণার্থী বা আশ্রয়প্রার্থীদের রিফুলমেন্ট থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত না করে তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার বাদ দেওয়ার সর্বব্যাপী পদক্ষেপ নেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সীমান্ত বন্ধ ও প্রবেশ সীমিত করার ক্ষেত্রে শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ব্যতিক্রম রাখা, আর সেই সাথে স্ক্রিনিং, টেস্টিং ও কোয়ারেন্টিনের মতো স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থা নেওয়া হলে শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের আগমনকে রাষ্ট্র নারাপদ রাখার পাশাপাশি নন-রিফুলমেন্টের আদর্শের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাতে সক্ষম হতে পারে।

(সূত্র: শরণার্থী কনভেনশন, ধারা ৩৩; নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, অবক্ষয়মূলক আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন (ক্যাট) ধারা ৩; আইসিসিপিআর ধারা ৭,১৩; আফ্রিকায় শরণার্থী সমস্যার সুনির্দিষ্ট দিক পরিচালনায় ওএইউ কনভেনশন ধারা ২(৩); মানবাধিকার বিষয়ক আমেরিকান কনভেনশন ধারা ২২(৮); ইসিটিএইচআর, পাপোশভিলি বনাম বেলজিয়াম (২০১৬); ইউএনএইচসিআর, কোভিড-১৯ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের জন্য ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে কিছু মূখ্য আইনি বিবেচনা, ১৬ মার্চ ২০২০।)

৭. আটককরণ সহ অভিবাসন আইনের প্রয়োগ

কোন রাষ্ট্র অভিবাসন আইন এমনভাবে প্রয়োগ করতে পারে না যা কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়, এবং এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ার মৌলিক মান অনুসরণ করা আবশ্যক। অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে আটক করা অগ্রহনযোগ্য হবে যদি এমন আটককরণ কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত কারণে তাকে স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। রাষ্ট্র কর্তৃক অভিবাসন আইন প্রয়োগ অবশ্যই যেন অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, সরকারি কর্মী অথবা জনসাধারণের স্বাস্থ্য অধিকারকে হুমকিতে ফেলতে না পারে। বিশেষত, আইন প্রয়োগের কার্যক্রম ও এ কার্যক্রমের হুমকি অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া থেকে নিবৃত না করে অথবা বাধা না দেয়। কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা যদি আইনি অধিকার বা পরামর্শ ও দোভাষী সম্পর্কিত তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ সীমিত করে ফেলে সেক্ষেত্রে অভিবাসন সম্পর্কিত ব্যবস্থা নেওয়ার সময় ব্যক্তিকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ও মর্জিমাফিক বহিষ্কার থেকে সুরক্ষা পাওয়ার সুযোগ বঞ্চিত থাকতে হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্টগুলোর জন্য অভিবাসন আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখার প্রয়োজন হতে পারে। অভিবাসন আটককরণের কোনো জায়গায় একবার কোভিড-১৯ চলে এলে সেখানে অবস্থানরত ব্যক্তিরা সামাজিক দূরত্ব ও কার্যকর স্বাস্থ্যবিধির মতো যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যচর্চায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার মুখোমুখি হবে। রাষ্ট্রগুলোকে দীর্ঘকাল ধরে আটকের শক্তিশালী ও কার্যকর বিকল্প তৈরির জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা যেখানে আটক থাকার ফলে গুরুতর কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ঝুঁকিত থাকবেন এবং বিশেষত যদি সেখানে এই ধরনের বিকল্প থাকে বা যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে আটকাবস্থা চলমান রাখা যুক্তিসঙ্গত, প্রয়োজনীয় বা সামঞ্জন্যপূর্ণ হতে পারে না। কিছু কিছু পরিস্থিতিতে, অভিবাসন আটক অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণের শিকারে পরিণত না হওয়ার অধিকার ও জীবনের অধিকারের প্রতি হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। আটকআবস্থা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপযুক্ত স্বাস্থ্যচর্চায় জড়িত থাকা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করার জন্য তাকে সহায়তা করা উচিত। এমনকি অতিমারির মধ্যেও আটক অভিবাসী ও শরণার্থীদের তাদের আটকানোর বৈধতা, সময়কাল ও শর্তাদিকে চ্যালেঞ্জ করার এবং যে কোনো বেআইনি আটকের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ৩, ৫, ৬, ৭, ১৪; আইসিসিপিআর ধারা ৬, ৭, ৯(১), ১০, ১৩, ১৪(১), ১৬, ২৬; আইসিইএসসিআর ধারা ১২(১); শরণার্থী কনভেনশন ধারা ১৬, ৩১-৩২; জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি, সিসিপিআর সাধারণ মন্তব্য নং ৩৫।)

৮. ক্যাম্প, সামষ্টিক আশ্রয়স্থল ও বসতিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার

ক্যাম্প, সামষ্টিক আশ্রয়স্থল ও বসতিতে বসবাসকারী অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রশমিত করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অতিমারি রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রের কর্তব্য শরণার্থী শিবির, সামষ্টিক আশ্রয়স্থল বা বসতিতে বাস করতে বাধ্য হয়ে সাধারণ জনগণের জন্য দেওয়া স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে বাদ থাকছে এমন ব্যক্তিদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। এ জাতীয় স্থানে বসবাসকারী অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্তির সুযোগ দিতে হবে; সরকরাহ করতে হবে তারা যে ভাষা বোঝে সে ভাষায় তথ্য; বিশুদ্ধ পানি ও সাবান, জীবাণুনাশক ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বাড়ানোর অন্যান্য উপায়; শারীরিক দূরত্বের জন্য প্রায়োগিক ব্যবস্থা (যার ফলে সবচেয়ে নাজুক লোকেদের জন্য সহায়তান অভাব যেন না হয়); সংক্রামিত ব্যক্তি ও যারা সংক্রামিত হতে পারে তাদের

আলাদা করার জন্য পরীক্ষা ও ট্র্যাকিংয়ের সক্ষমতা; এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে শরণার্থী শিবির, সামষ্টিক আশ্রয়কেন্দ্র ও বসতি থেকে মানুষের ভিড় কমানোর ব্যবস্থা। অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের শিবির, সামষ্টিক আশ্রয়কেন্দ্র বা বসতির ভিতরে প্রবেশ, বের হওয়া ও অভ্যন্তরে চলাচলের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ কতগুলো বিশেষ চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সেসব জায়গায় বসবাসরত লোকেদের বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কঠোরভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে থাকলে এই ধরনের বিধিনিষেধ ন্যায়সঙ্গত হতে পারে (এক্ষেত্রে এসব শিবির, সামষ্টিক আশ্রয়কেন্দ্র বা বসতিতে বসবাসরত ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পরিষেবা থাকতে হবে)। অধিকন্তু, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য শিবির, সামষ্টিক আশ্রয়কেন্দ্র বা বসতিতে কর্মরত মানবিক সহায়তা কর্মীদের কোভিড-১৯-এর জন্য স্ক্রিনিং করা এবং কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে তাদেরকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা আবশ্যক।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ৩; আইসিসিপিআর ধারা ২(১), ৬(১); আইইএসসিআর ধারা ১২(২); অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে নির্দেশক নীতিমালা ধারা ১২(২০), ১৮(২)(ডি); ইসিটিএইচআর, বুদায়েভা ও অন্যান্য বনাম রাশিয়া (২০০৮))

৯. তথ্য অধিকার

অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির কোভিড-১৯ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে, লক্ষণ, প্রতিরোধ, বিস্তার নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও সামাজিক ত্রাণ সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সব তথ্য এর অন্তর্ভূক্ত। ইন্টারনেট তথ্যের এক অপরিহার্য উৎস, আর অতিমারি চলাকালে এতে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করা বা অন্য উপায়ে হস্তক্ষেপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিযুক্ত স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তি স্বাস্থ্য অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এবং অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদেরকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার সুযোগ প্রদানে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই জাতীয় তথ্যের মধ্যে স্বাস্থ্যগত হুমকির প্রকৃতি ও স্তর, ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা, কীভাবে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যাবে এবং সাড়াপ্রদানের চলমান প্রচেষ্টা (চলাচল ও অন্যান্য অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ সহ) অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা বুঝতে পারে এমন ভাষায় তথ্য সরবরাহ করা আবশ্যক। ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, যাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন তাদেরকে তা প্রদান করা এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে, আক্রান্ত ব্যক্তিদের এমন তথ্যাদি সরবরাহ করা উচিত যাতে সেই পরিস্থিতিতে তারা কী করতে পারেন সেটার কার্যকর বন্দোবস্ত করতে পারেন। ডিজিটাল, সম্প্রচার, সামাজিক এবং অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে অতিমারি ব্যবস্থাপনা ও সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। স্থুল বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার আটকে দেওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়, এবং জনস্বাস্থ্যের জরুরি অবস্থার সময় এটি বিশেষত ক্ষতিকারক। আরোপিত যে কোনো বিধিনিষেধ অবশ্যই লিখিতভাবে তুলে আবশ্যক, কোনো ন্যায্য জাতীয় সুরক্ষা বা সম্পর্কিত স্বার্থ প্রচারের জন্য এটি সতর্কতার সাথে রচিত হওয়া আবশ্যক, এবং অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মতো কোনো সনাক্তযোগ্য সামাজিক গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা যাবে না। একই সাথে, জনস্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থার সময় গণমাধ্যমকে এইরকম গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে উৎপীড়ন বা উসকানীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হয় তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এই দ্বৈত অভীষ্টগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য, কোন কনটেন্ট সরিয়ে নেওয়া, ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্লক করার আদেশ কেবলমাত্র তখনই দেওয়া উচিত যখন প্রচারিত তথ্য পরিষ্কারভাবে মিথ্যা ও ক্ষতিকারক বা সেটা সহিংসতা, বিদ্বেষ বা বৈষম্যের উসকানি বলে গন্য হতে পারে।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ১৯; আইসিসিপিআর ধারা ১৯; জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) ধারা ১৭, ২৪(ই); অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে মানবাধিকার বিষয়ে আমেরিকান কনভেনশন সম্পর্কিত অতিরিক্ত প্রোটোকল ধারা ১০; জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সিসিপিআর সাধারণ মন্তব্য ৩৪)

১০. গোপনীয়তা রক্ষা

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করতে হবে। কারো ব্যক্তিগত চিকিৎসা তথ্যের অবমুক্তি নিয়ন্ত্রণের অধিকার সেই ব্যক্তির কাছেই থাকার বিষয়টিও এর আওতায় পড়ে। কার্যকরভাবে সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থার সাথে অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত লোকেদের সহ অনেকের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা জড়িত। জনস্বাস্থ্যগত অভীষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে, কারো নাম বা এমন কোন তথ্য যার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যেতে পারে কিংবা ব্যক্তিগত চিকিৎসা তথ্য তার স্পষ্ট অনুমতি ও স্বপ্রণোদিত ঘোষণা ছাড়া জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়। সংস্পর্শ অনুসরণের (কন্টাক্ট ট্র্যাসিং) জন্য ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত তার ব্যক্তির নাম ও স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রকাশ করা কেবলমাত্র তখনই করা উচিত যখন সম্মতি গ্রহণের জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা অবলম্বন করার

পর অন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট না থাকে। কোভিড-১৯ সংক্রমিত ব্যক্তির চলাচল ট্র্যাকিং কেবলমাত্র সীমিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত, যেমন সেই তথ্য যদি সরাসরি ব্যক্তিটির কাছ থেকে পাওয়া না যায় এবং এ তথ্য যদি সংস্পর্শ অনুসরণ সম্ভব করে তুলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা ১২; আইসিসিপিআর ধারা ১৭; ইসিএইচআর ধারা ৮; ইসিটিএইচআর, জেড বনাম ফিনল্যান্ড (১৯৯৭); ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত প্রক্রিয়াকরণ ও এমন উপাত্তের অবাধ চলাচল, এবং নির্দেশিকা নং ৯৫/৪৬/ইসি (সাধারণ তথ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ), ওজে ২০১৬ এল ১১৯/১) প্রসঙ্গে প্রকৃত ব্যক্তির সুরক্ষা বিষয়ক ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও কাউন্সিল অব ২৭ এর রেগুলেশন (ইইউ) ২০১৬/৬৭৯, এপ্রিল ২০১৬

১১. লিঙ্গীয় বিবেচনা

বাস্তুচ্যুত নারী, কন্যাশিশু ও লিঙ্গীয় দ্বিবিভাজিত ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষের অধিকারের সুরক্ষা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে, এবং কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতি বিশেষ হুমকিগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক চিহ্নিত করা ও সেসবের অবসান ঘটানো উচিত। নারী, কন্যাশিশু ও লিঙ্গীয় দ্বিবিভাজিত ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষ বিদ্যমান অসমতার তীব্রতাবৃদ্ধি সহ কোভিড-১৯ অতিমারি সম্পর্কিত স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এসব লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ঝুঁকি অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষত যারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও পরিষেবা পেতে বাধার সম্মূখীন হয় এবং শরণার্থী শিবির, সামষ্টিক আশ্রয়কেন্দ্রে বা বসতিতে থাকে। শিশু এবং অসুস্থ আত্মীয়দের যত্ন নেওয়াসহ অন্যের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্ববৃদ্ধির ফলে নারী ও কন্যাশিশুর তথ্য, পরিষেবা, শিক্ষা ও জীবিকা পাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে। গৃহাভ্যন্তরে অন্তরীণ থাকার ফলে অন্তরঙ্গ সাথীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পায় এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য জীবনরক্ষাকারী সেবা ও সহায়তায় ছাড়া অন্য সেবা পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। কোভিড-১৯- এর প্রতিক্রিয়ায়, নারী, কন্যাশিশু ও লিঙ্গীয় দ্বিবিভাজিত ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের আনুষঙ্গিক তথ্য, পন্যসামগ্রী ও পরিষেবাদি পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ গর্ভপাত সেবা পাওয়ার পথও খোলা রাখতে হবে।

(সূত্র: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ধারা ৩, ১২; ইউএনএইচসিআর, বয়স, লিঙ্গ ও বৈচিত্র্য বিবেচনা - কোভিড-১৯, ২১ মার্চ ২০২০; ইউএনএইচসিআর, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ, ঝুঁকি প্রশমন ও কোভিড-১৯ কালে সাড়াপ্রদান, ২৬ মার্চ ২০২০; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, স্বাস্থ্য কর্মীবাহিনীতে লিঙ্গীয় সমতা: ১০৪টি দেশের বিশ্লেষণ, মার্চ ২০১৯; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, কোভিড -১৯ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ও রাষ্ট্রের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধতা: প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, ১২ মার্চ ২০২০।)

১২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কিছু গ্রুপ থাকতে পারে যাদের প্রতি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষত স্বাস্থ্য অধিকার, তথ্যপ্রাপ্তি ও বৈষম্যহীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে। প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ও শিশু এই দলভুক্ত। প্রবীণ ব্যক্তিরা (জাতিসংঘ সংজ্ঞানুযায়ী ৬০-উর্ধ্ব বছরের মানুষ) কোভিড-১৯ এর কাছে সবচেয়ে নাজুক এবং তাদের মৃত্যুর হারও বেশি। ক্যাম্প, সামষ্টিক আশ্রয়স্থল ও বসতিতে বসবাসকারী প্রবীণ অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সরবরাহে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং সামাজিকভাবে দূরত্ব বা স্ব-অন্তরণ বজায় রাখার সামর্থ্যের ঘাটতিজনিত কারণে তারা বিশেষ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হবে। তাদের স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে তাদের আইনগত মর্যাদা নির্বিশেষে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে আর সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বাসস্থান, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পেতে হবে। আটকাবস্থায় প্রবীণ অভিবাসীরা, বিশেষত যাদের গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা রয়েছে, তারা বিশেষ ঝুঁকির মুখোমুখি এবং তাদেরকে অব্যাহত আটকে রাখা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত কমিউনিটির মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা (শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও সংজ্ঞাবহ সহ) তাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করার কারণে তারা সামাজিকে দূরত্ব বজায় রাখতে নাও পারে। এসব নাজুকতার সাথে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও পরিষেবার লভ্যতা, বিশেষত যেহেতু তাদের নির্দিষ্ট যোগাযোগের চাহিদা রয়েছে, সবগুলো একসাথে যুক্ত হয়ে নাজুকতা আরো বাড়িয়ে তোলে। রাষ্ট্র কর্তৃক তথ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের দায় রয়েছে,

১২ এবং জীবনযাত্রার একটি মৌলিক মান ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য ও যুক্তিসঙ্গত আবাসন নিশ্চিত করার আবশ্যকতাও রয়েছে যাতে প্রয়োজনমাফিক সহায়তা পাওয়াসহ সমাজে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা আনুমানিক ৩.১ কোটি, আর বর্তমান অতিমারির প্রেক্ষিতে তারা টেস্টিং ও চিকিৎসা, পর্যাপ্ত পানি, স্যানিটেশন, বাসস্থান ও শিক্ষাসহ বিশেষ কতগুলো

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যেসব শিশুর সাথে কেউ ছিল না অথবা সীমান্ত বন্ধের মাধ্যমে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, দা;এর জন্য অভিবাসন আইনের কড়াকড়ি, কোয়ারেন্টিনের মতো অন্তরীণের ব্যবস্থা ও যারা তাদের দেখাশোনা করতেন তাদের মৃত্যু যোগ হয়ে তাদের সেসব চ্যালেঞ্জ আরো জটিল হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে রাষ্ট্রের উপর এমন দায় রয়েছে যে রাষ্ট্র শিশু সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকাণ্ডে প্রাথমিক বিবেচ্য হিসাবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে স্থান দেওয়া নিশ্চিত করবে। কোভিড-১৯ সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই পারিবারিক জীবনের অধিকার ও পারিবারিক ঐক্যের নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এইভাবে রাষ্ট্র এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে যার ফলে পারিবারিক বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, বরং পরিবারের সাথে দ্রুত মিলে যাওয়ার পথে সহায়তা করতে রাষ্ট্রের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিশুদের যৌন শোষণ ও পাচারের বিরুদ্ধে লড়তেও রাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

(সূত্র: সিআরসি ধারা ৩(১), ৯(১), ১০(১); আইসিসিপিআর ধারা ১৭(১), (২),বহুদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কনভেনশন: মানবপাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার, রোধ, দমন ও বিচারে প্রটোকল ধারা ৯; আইসিইএসসিআর ধারা ১০, ১২; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১১, ২৫।)

১৩. শ্রমিকের শ্রম অধিকার

জরুরি পেশা ও শিল্পে কর্মরত অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির শ্রম অধিকার রাষ্ট্রকে অবশ্যই মানতে হবে এবং বিশেষত তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে তাদের চাকরি ও আয় হারিয়েছে তাকে রাষ্ট্র কর্তৃক সহায়তা প্রদান করতে হবে, সেদেশের নাগরিক যে মাত্রায় সুরক্ষা পায়, সেই একই মাত্রায় তাদেরও সুরক্ষা দিতে হবে। বহু রাষ্ট্রে 'জরুরি' কর্মীদের বিরাট অংশ অভিবাসী যারা কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালেও কাজ চালিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা, ন্যূনতম মজুরি, দুর্যোগ ভাতা, ওভারটাইম ও সমষ্টিগত দরকষাকষির সাথে সম্পর্কিত মানগুলি নাগরিক মতো একইভাবে তাদের জন্য প্রযোজ্য। সমস্ত শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, রাষ্ট্রকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের যথাযথ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের পাশাপাশি সাবান, পানি ও স্যানিটারি সুবিধা সরবরাহ করা হবে। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বা উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় তাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা নাও যেতে পারে। অতিমারিজনিত কারণে নাগরিক, অভিবাসী, শরণার্থী ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা (অসুস্থতার কারণে বা কর্মক্ষেত্রে বন্ধ হওয়ার কারণে) কাজ করতে অক্ষম তাদেরকে রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের মতো একইভাবে সুরক্ষা দেওয়া আবশ্যক। স্বাস্থ্যসেবা, অসুস্থতাজনিত ছুটি, সামাজিক সুরক্ষা ও বেকারত্ব বীমা সহ তারা নাগরিকের মতো একই সামাজিক সুবিধার অধিকারী। কাজ বন্ধ ও অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে অভিবাসীরা থেকে যাক কিংবা টিকে থাকার জন্য দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হোক, কিন্তু অভিবাসী ও তাদের পরিবার যেন কোনো বিশেষ ঝুঁকির সামনে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যেমন, কর্মসংস্থানের মর্যাদা নির্বিশেষে ভিসা দেওয়া বা বাড়ানো উচিত, এবং কাউকেই 'অনিয়মিত' হিসাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়, কেননা তারা চাকরি হারিয়েছে কিংবা অতিমারি চলাকালে অন্য কোন কাজ পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

(সূত্র: ইউডিএইচআর ধারা 23; আইসিইএসসিআর ধারা ৬; শরণার্থী কনভেনশন ধারা ১৭-১৯, ২৩, ২৪; আইসিইআরডি ধারা ৫, সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কিত কনভেনশন ধারা ১১, ২৫, ৫৫, ৫৬।)

১৪. অধিকার ও তার সীমাবদ্ধতা

অধিকারের যে কোন সংকোচন আইনসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং তা যুক্তিসঙ্গত, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হতে হবে। অধিকার স্থগিত করা যাবে না যদিনা দেশে জনজীবনকে হুমকির মুখে ফেলে এমন কোনো ঘোষিত জরুরি অবস্থা তৈরি হয় এবং সেই পরিস্থিতিতে এটা অতি-আবশ্যক হয়ে উঠে। এই জাতীয় কোন স্থগিতাদেশ রাষ্ট্রের অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সাধারণ নিয়ম হলো, প্রত্যেকের অধিকার অবশ্যই অন্যের ও বৃহত্তর সমাজের অধিকারের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা উচিত। এভাবে, রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে অথবা অন্যান্যদের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হলে সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। যে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করতে হলে তা অবশ্যই জনস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণের ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যে হতে হবে, সর্বদা আইনসিদ্ধ হতে হবে এবং সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে ও চর্চা যুক্তিসঙ্গত, প্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দৃশ্যমান হতে হবে। চরম পরিস্থিতিতে, যেমন কোনো জরুরি অবস্থা জাতির জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেললে, রাষ্ট্র আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কিছু অধিকারের চর্চা পুরোপুরি স্থগিত করতে পারে। যেহেতু এই ধরনের "অবমাননাকর" পদক্ষেপগুলো আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণে, তাই জরুরি অবস্থা অবশ্যই প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে এবং কেবল ভবিষ্যতের কোন আশঙ্কা

নয়, প্রকৃত, স্পষ্ট, বর্তমান বা আসন্ন ঝুঁকিকে প্রতিফলিত করতে হবে। তাছাড়া, সময়কাল, ভৌগলিক সুযোগ এবং জরুরি অবস্থার প্রভাবের আলোকে শুধুমাত্র সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যা পরিস্থিতির কারণে জোরালোভাবে প্রয়োজন। এগুলি অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং বৈষম্যহীনতার নীতিসহ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় রাষ্ট্রের অন্যান্য বাধ্যবাধকতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত নয়। যদিও কিছু অধিকার খর্ব বা স্থগিত করা হতে পারে, তবে আইনের ক্ষেত্র তা কখনই হয় না; আর কিছু অধিকার সুরক্ষা নিরঙ্কুশ। তেমন অধিকারের মধ্যে রয়েছে, নির্বিচারে জীবনহানি না ঘটার অধিকার, নির্যাতন, অথবা অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, অথবা অবমাননাকর আচরণের মুখোমুখি না হওয়া অথবা কেমন পরিস্থিতিতে প্রত্যাবাসিত না হওয়ার অধিকার এবং আইনের দরজায় সবার সমান ও আইনের একজন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার।

(সূত্র: আইসিসিপিআর ধারা ৪, ৬(১), ১৬; ইসিএইচআর ধারা ১৫(১); এএইচসিআর ধারা ২৭(১); জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি, সিসিপিআর সাধারণ মন্তব্য নং ২৯